KESORAM
www.kesocorp.com

KIL/SH/SE/Reg. 47/2021-2022 **Dated: 17th May, 2021**

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza", Plot no. C/1, G. Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051	The Calcutta Stock Exchange Ltd. 7, Lyons Range, Kolkata – 700001
(**BSE Eq Scrip Code – 502937**) **(BSE NCD Scrip Code – 973060)**	(**NSE Symbol – KESORAMIND**)	(**CSE Scrip code – 10000020**)

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisement

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper clippings of the extract of the Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021 published in newspapers, viz., Financial Express (in English language) and Ek Din (in Bengali language).

This is for your information and records.

Yours faithfully,
For Kesoram Industries Limited

Akash Ghuwalewala
Encl: as above

P + 91 33 2243 5453, 2242 9454
+ 91 33 2248 0764, 2213 0441
F + 91 33 2210 9455
E : corporate@kesoram.net

Kesoram Industries Limited
Registered & Corporate Office :
9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
CIN - L17119WB1919PLC003429

PowerGrid InvIT makes a modest debut

FE BUREAU
New Delhi, May 14

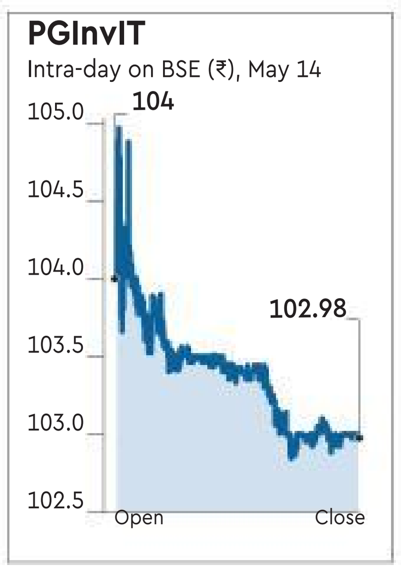

ON ITS MAIDEN day of trading, shares of PGInvIT, the infrastructure investment trust (InvIT) sponsored by state-run electricity transmission utility Power Grid Corporation of India (PGCIL), closed at 2.98% above the issue price of ₹100 on the BSE.

It reached the highest point of 4.97% premium in the day, while the lowest was 2.84%. The closing price of ₹102.98 was, in fact, 0.98% lower than the opening price of Rs 104 per share. PGCIL is seeking to monetise some of its transmission assets through PGInvIT, which will contribute to the government's asset monetisation programme. At Friday-end, PGInvIT's market capitalisation was at ₹9,371.2 crore.

This is the first time a PSU in the power sector has monetised its assets through the InvIT model. After the Cabinet approved the monetisation of PGCIL assets in September 2020, the company had transferred 74% of its shareholding in five operational transmission systems in the InvIT.

PGCIL's chairman and managing director K Sreekant had said earlier that as many as 18 other transmission projects worth ₹22,500 crore being built by the company through the tariff-based competitive bidding route could also be monetised in due course through PGInvIT.

The initial public offer was opened on April 29 and closed on May 3. The InvIT will be distributing 90% of the net cash available for distribution to unitholders once every quarter in every financial year. All assets under PGInvIT have 35 years of transmission service agreement with their respective customers, and their revenue flows are insulated from demand, supply and price fluctuation of power tariff. Analysts had pointed that the InvIT could provide yield of 11–12% in initial years.

PGCIL raises ₹2,736 cr through InvIT OFS

Power Grid Corporation of India (PGCIL) on Friday said it has received ₹2,736.02 crore through sale of 27.41 crore units in the PowerGrid Infrastructure Investment Trust (PGInvIT) offer for sale, reports *PTI*.

PGCIL, under the process of monetisation of assets through the InvIT, has transferred 74% of its shareholding to the PGInvIT, it said in a BSE filing.

In lieu of consideration of shareholding so transferred, units were allotted by PGInvIT to PGCIL.

Out of the total 410,650,900 units allotted to PGCIL, 136,500,100 units were retained by PGCIL. The remaining 27,41,50,800 units were sold by way of the offer for sale (OFS). PGCIL received an amount of ₹2736.02 crore (net of STT) against the OFS, it stated.

Gold bond issue price fixed at ₹4,777per gm; subscription opens on Monday

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, May 14

THE ISSUE PRICE for the Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22, which will open for subscription for five days from May 17, has been fixed at ₹4,777 per gram, the Reserve Bank of India said on Friday. The government has decided to issue the bonds in six tranches from May 2021 to September 2021. The RBI will issue the bonds on behalf of the government of India.

"The nominal value of the bond based on the simple average closing price for gold of 999 purity of the last three business days of the week preceding the subscription period...works out to ₹4,777 per gram of gold," the RBI said.

The government, in consultation with the RBI, has decided to offer a discount of ₹50 per gram less than the nominal value to those investors applying online and the payment against the application is made through digital mode. "For such investors, the issue price of gold bond will be ₹4,727 per gram of gold," the RBI said.

The Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 Series-I or first tranche will be open for subscription from May 17, 2021 to May 21, 2021, and bonds will be issued on May 25.

Aditya Birla Capital posts ₹375-cr net profit in Q4

ADITYA BIRLA CAPITAL on Friday said it has reported the highest-ever quarterly net profit of ₹375 crore for the fourth quarter ended March 2021. It had posted a net profit of ₹144 crore in the year-ago period.

The non-banking financial company said it posted strong growth across businesses leading to delivery of the highest ever consolidated profit, despite a COVID-hit year.

Revenue during the fourth quarter of the financial year 2020-21 rose by 16% to ₹5,917 crore, against ₹5,085 crore in the year-ago period.

For the full year 2020-21, the company's net profit grew 22% to ₹1,127 crore, against ₹920 crore in the previous financial year. Revenue during the year rose by 14% to ₹20,447 crore from ₹17,927 crore, ABCL said.

The active customer base grew by 22% to 2.4 crore, aided by the focus on granular retail growth across businesses.

The company's AUM across asset management, life insurance and health insurance businesses rose 10% year on year to over ₹3,35,000 crore.

PTI

ভাড়াবাড়ি থেকে দম্পতির পচা-গলা দেহ উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভাড়াবাড়ি থেকে এক দম্পতির পচা গলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গাজোলে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, গাজোল থানার বিদ্যাসাগরপল্লি এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরে ঘর বন্দি থাকা ওই বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার রাতে চরম দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। যাতে স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হয়। এরপর পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ওই বাড়ির দরজা ভেঙে দুটি ঘর থেকে স্বামী এবং স্ত্রী'র দেহ উদ্ধার করে। তবে এই ঘটনার পিছনে খুনের কারণ জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে গাজোল থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কমল কৃষ্ণ অধিকারী নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু কিভাবে ওই জেলা থেকে মালদায় এই দম্পতিদের সঙ্গে আটক ব্যক্তির যোগাযোগ হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার রাতে মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দম্পতির নাম গৌতম সরকার (৩৫) এবং তাপসী সরকার (২৮)। এদের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার মারনাই এলাকায় বাঙ্গাড় পাড়ায়।

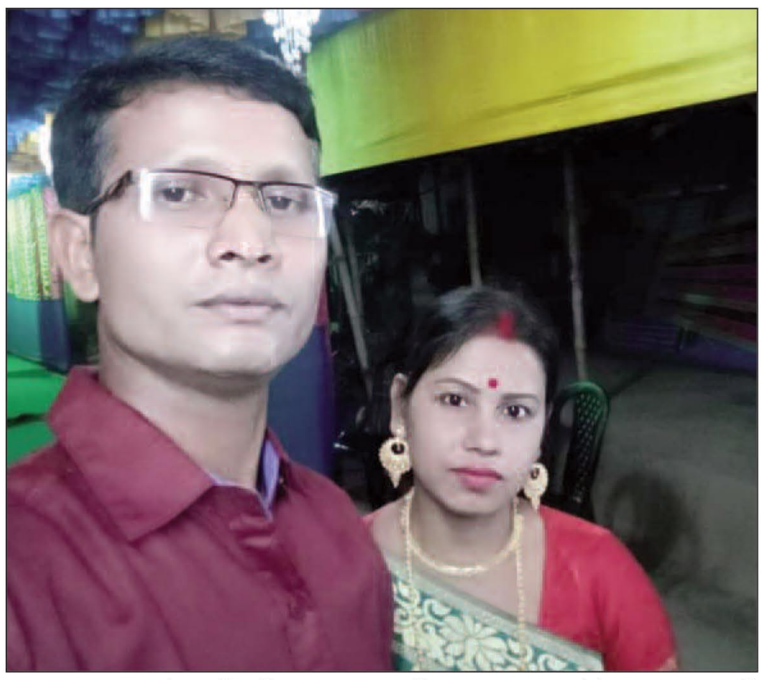

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইটাহার থানার বাঙ্গার এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ কমল অধিকারী নামে এক ব্যক্তি বেশ কিছুদিন আগে তাপসী সরকারকে নার্সের চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই দম্পতির কাছ থেকে নগদ ৪ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। এরপর নার্সিংয়ের ট্রেনিংয়ে নিয়োগ করার নাম করে এপ্রিল মাসে ওই দম্পতিকে গাজোলের বিদ্যাসাগরপল্লির একটি ভাড়া বাড়িতে নিয়ে আসে, সেখানেই ওই দম্পতি ছিলেন। এদিকে গত কয়েকদিন ধরে মৃত দম্পতির সঙ্গে তাদের পরিবারের কোনও যোগাযোগ না হলে সন্দেহ জাগে পরিবারের। ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে ইটাহার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ঘটনার তদন্তে নামে ইটাহার থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে কমল কৃষ্ণ অধিকারী নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের খোঁজ পায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গাজোল থানার পুলিশের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগরপল্লির ওই ভাড়া বাড়ি থেকে দম্পতির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতি খুনের ঘটনার পিছনে অভিযুক্ত কমল কৃষ্ণ অধিকারী জড়িত রয়েছে। ভারী কোনও বস্তু দিয়ে এবং শ্বাসরোধ করে ওই দম্পতি খুন করা হয়ে থাকতে পারে। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির আরও বেশ কয়েকজনকে কাজে লাগিয়ে ছিল বলেও প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে চাকরির নাম করে টাকা নেওয়ার ঘটনায় এবং জালিয়াতি করার বিষয়টি এই খুনের পেছনে জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

পুলিশ জানতে পেরেছে, যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল সেটি গাজলের বাসিন্দা রঞ্জন ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির। ওই ব্যক্তি কর্মসূচিতে কলকাতায় থাকেন। ফাঁকা বাড়ি থাকার সুবাদে নানাভাবে পরিচয় নিয়ে কমল কৃষ্ণ অধিকারী নামে ওই ব্যক্তি ওই দম্পতির জন্যই বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপরই রহস্যজনক ওই দম্পতির মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে।

গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতির মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবার কমল কৃষ্ণ অধিকারী নামে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভ্যাকসিন নিয়ে ধুন্ধুমার কামারপুকুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তুলকালাম কাণ্ড হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ভ্যাকসিন না পেয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান লাইনে থাকা ব্যক্তিরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে যায় বিরাট পুলিশবাহিনী। জানা গিয়েছে, রাত দুটো থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভ্যাকসিন না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা। তাদের অভিযোগ প্রশাসনের উদাসীনতার জন্যই এই অবস্থা। তাদের অভিযোগ, প্রশাসন ২-৪ জন সিভিক ভলান্টিয়ার দিলেও লাইনের মধ্যে কোনও সামাজিক দূরত্ব বজায় নেই। কোনও নির্দিষ্ট গাইড লাইন নেই। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভ্যাকসিন নিতে আসা মানুষ জনদের। এই বিষয়ে এক বৃদ্ধ বলেন, রাত দুটো থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। ভ্যাকসিন হয়নি। এই নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছে না। অপর দিকে আর এক ব্যক্তি গুরুপদ মণ্ডল বলেন, দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এই ভাবে ভ্যাকসিন নেওয়া যায় না। কোনও পরিষেবা নেই। ভ্যাকসিন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া ভালো। একই লাইনে পুরুষ ও মহিলারা লাইন দিচ্ছে। কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই পরিষেবা চলছে বলে সাধারণ মানুষ হেনস্তার শিকার হচ্ছে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাপ্লাই অনুযায়ী ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। যতক্ষণ ভ্যাকসিন আছে ততক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে গোঘাটের দুই নম্বর ব্লকের বিডিও অরিজিৎ হালদার জানান, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছি। আমরা জনগণের স্বার্থে ব্যবস্থা নেব। সবমিলিয়ে সঠিক ভাবে আরামবাগের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ভ্যাকসিন কর্মসূচি চলার জন্য প্রশাসনকে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জোরালো দাবি তুলছেন এলাকার মানুষ। এখন দেখার প্রশাসন এলাকার মানুষের স্বার্থে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জাল রিপোর্ট চক্র হাবড়ায়, সিল প্যাথোলজি সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: করোনার পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা ও ইসিজি পরীক্ষা জাল রিপোর্ট চক্র হাবড়ায়। সিল হল প্যাথলজি সেন্টার, গ্রেপ্তার প্যাথোলজির মালিক। প্রতারিত হওয়ায় এক ব্যক্তির কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এসে হাবড়া জয়গাছি গ্যারেজ মোড় এলাকায় একটি প্যাথোলজি সেন্টারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হানা দিল হাবড়া থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্যাথোলজির মালিক পিন্টু পাল নামে এক ব্যক্তিকে। তবে প্যাথোলজির বাকি কর্মীরা পলাতক। বাড়ি বাড়ি থেকে স্যাম্পল কালেকশন করে এই প্যাথলজি থেকেই ভুয়ো রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ। হাবড়া থানায় অভিযোগ করলেন হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস। পরীক্ষা করার নামে মোটা টাকা নিয়ে ভুয়ো করোনা রিপোর্ট, ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট করার নাম করে সমস্ত ভুয়ো নথি দেওয়া হত সাধারণ মানুষকে এমনটাই তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে। করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট-সহ ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষার জাল রিপোর্ট তৈরির পরদা ফাঁস করে পুলিশ হেপাজত নিয়ে ধৃতকে জেরা করবে তদন্তকারীরা। বছর চল্লিশের পিন্টু বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী। প্যাথোলজি সেন্টারের সঙ্গে যুক্তদের নাগাল পেতে ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করে বারাসত আদালতে তোলা হচ্ছে। চিকিৎসকও যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও প্রাথমিক অনুমান।

অশোকনগর হাসপাতালে শুরু অক্সিজেন প্লান্টের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কোভিডের কথা মাথায় রেখে জোর কদমে চলছে অশোকনগর হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের কাজ। অশোকনগরে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু হল। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতদেহের সৎকার বিনে পয়সায় করছে পুরসভা। বাড়ানো হল করোনা হাসপাতালের বেড, জানাল পুরসভা। অশোকনগরে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির জন্য বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু হল। সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে চলছে কাজ। ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারেরা। বাড়ানো হয়েছে অশোকনগর কোভিড হাসপাতালের বেড। আগে অশোকনগরে ৮০ জন করোনা আক্রান্ত ভর্তি হতে পারতেন এখন সেখানে ১০০ রোগী ভর্তি হতে পারবে বলে জানিয়েছেন অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা মুখ্য প্রশাসক প্রবোধ সরকার। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অশোকনগরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬০০-র কাছাকাছি। এবছর এলাকায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। বর্তমানে সরকারি হিসেব অনুসারে, ১১২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছে। পুরসভার তরফে কয়েকদিন আগেই করোনা সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, রাখা হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। এলাকায় তৈরি করা হয়েছে ১০০ বেডের একটি সেফহোম। এবার অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হলে শুধু অশোকনগর নয় জেলার করোনা আক্রান্ত বা শ্বাসকষ্টের রোগীদের রোগীরা উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন প্রবোধ বাবু।

করোনা রোগীদের জন্য বিনামূল্যে খাবার পৌঁছনোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: করোনা পরিস্থিতিতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নিল আরামবাগ পুরসভা। করোনা আক্রান্ত রোগী অথচ বাড়িতে চিকিৎসা চলছে এমন ব্যক্তিদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আরামবাগ পুর প্রশাসন। এদিন এই কাজের সূচনা হয় আরামবাগের ভবঘুরে ভবনে। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পুরসভার প্রশাসক স্বপন নন্দী, আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা-সহ অন্যান্য পুর আধিকারিক। জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুরসভায় আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অ্যাকটিভ রোগী ছাড়া হালকা উপসর্গ আছে এমন রোগীদের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তারবাবুরা। সেই মতো আরামবাগ পুরসভার অন্তর্গত বাড়ির মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে থাকা করোনা আক্রান্তদের জন্য বিনামূল্যে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আরামবাগ পুরসভা। করোনা আক্রান্ত পরিবার রান্না করা খাবারের জন্য পুরসভায় ফোনে জানালেই নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। নাম নতিভুক্ত করার সময় সকাল আট থেকে সারে নটা। সম্পূর্ণ বিনা পয়সা এই খাবার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে। সেখানে পুরকর্মীরা হুইসেল বাজাবে। তারপর দরজা খুলে প্যাকেট করা খাবার নিয়ে নেবেন পরিবারে সদস্যরা। পুরো প্রক্রিয়াটা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং সরকারি স্বাস্থ্য বিধি মেনে করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আরামবাগ

এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার প্রশাসক স্বপন নন্দী বলেন, বাড়িতে যে সব করোনা রোগী আছে তারা বাইরে বের হতে পারছেন না। খাবারের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য আমরা হেল্প লাইন নম্বর চালু করেছি। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ।

করোনা আবহে এবছর ম্লান মালদার বৈশাখী জহুরাতলা কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো বৈশাখী জহুরাতলা কালী পুজো এবং মেলায় জৌলুসহীন হয়ে রইল। এমনকী, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জহুরাকালী বাড়ির পুজো দিতে গিয়ে মানুষের তিল ধারণের জায়গা থাকে না। কথায় আছে, ভক্তিভরে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় ভক্তদের। কিন্তু করোনা সংক্রমণের জেরে সবকিছুই ম্লান করে দিয়েছে বৈশাখী জহুরাকালী পুজোর। হাতেগোনা কিছু ভক্তেরাও পুজো দিতে এলেও তাদের মুখ থেকে শোনা গিয়েছে করোনা মহামারি যাতে ধ্বংস হয়। এই মহামারি দেশ থেকে যাতে বিদায় নেয়। সে জন্যই কিছু ভক্তেরা জহুরাকালী বাড়িতে পুজো দিতে আসছেন। কিন্তু ভক্তদের ভিড় কমে যাওয়ায় কোন উচ্ছ্বাস নেই পুজোয়।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে জহুরাকালী বাড়ির পুজোকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা দিত। এবারে তা নেই। এমনকী এই পুজোকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির দোকান অন্যান্য সামগ্রীর দোকান এলাকাজুড়ে বসত। তাও এবারে বন্ধ। করোনার জেরে সকলের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও জহুরাকালী মাতার কাছে ভক্তেরা নিবেদন করছেন দ্রুত যাতে দেশ থেকে বিতাড়িত হয় করোনার মতো এই মহামারি। উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরাকালী বাড়ির পুজো। প্রতিবছর বৈশাখ মাস জুড়ে ধুমধাম করে পালিত হয় জহুরাকালী মাতার পুজো । শনি এবং মঙ্গলবার মূলত এই দুদিন ভক্তদের বেশি ভিড় হয়। এছাড়াও অন্যান্য দিন ভক্তেরা ভিড় করেন। এই পুজোয় পাঠা বলি দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের জেরে গত বছর থেকেই এই পুজো প্রায় জৌলুস হারিয়েছে। এবছরও এই পুজোতে জমায়েত ঠেকাতে নানা সরকারি নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসন। এক্ষেত্রে এবারেও ভক্তদের ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

বলাবাহুল্য, জহুরাকালী বাড়ির পুজোর বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে পুজো দিতে যাবার। মালদা শহরের অতুল মার্কেট এলাকা থেকেই ঘোড়াগাড়িতে করে প্রায় সাত কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পুজো দিতে আসার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানকার দেবীমাতা এতটাই জাগ্রত, যা মনস্কামনা করা হয়, তাই পূরণ হয় ভক্তদের, এমন দাবি বহু মানুষের। যার ফলে প্রতিবছর জহুরাকালী মাতার পুজো দিতে আসা ভক্তদের ভিড় বেড়েই চলেছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের মধ্যে এই পুজোর এখন অনেকটাই জৌলুস হারিয়েছে।

জহুরাকালী মন্দির প্রাঙ্গণে মিষ্টি ব্যবসায়ী সুন্দর মণ্ডল, নিতাই গোস্বামীর বক্তব্য, প্রতি বছর বৈশাখ মাসে ফুল থেকে শুরু করে ঠাকুরের ভোগ এবং মুখরোচক খাবার যা বিক্রি করি তাতে অন্তত সাত থেকে আট মাস চলে যায়। এর বাইরে টুকিটাকি কাজ আমরা করি ঠিকই। কিন্তু একমাসের ব্যবসায় ঠাকুর আমাদের সারা বছর সংসারের চালানোর ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু গত বছর থেকে করোনার জেরে সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে। বৈশাখ মাস জুড়ে ব্যবসা করতে পারলাম না। ভক্তদের আনাগোনা নেই। জানি না, এ বছর কীভাবে সংসার চলবে। তবে সকলেই কামনা করছি এই ধরনের মহামারি যেন আর দেশে ফিরে না আসে। যেসব ভক্তেরা আসছেন নিজেদের সুখ -দুঃখের পাশাপাশি এমনও মনস্কামনা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করছেন।

জহুরাতলা কালী মন্দিরের প্রধান সেবাইত মুকুলেশ্বর তেওয়ারি জানিয়েছেন, পূর্বপুরুষের আমল থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে বৈশাখ মাসে জহুরাকালী বাড়ির কালী মাতার পুজো হয়ে আসছে।